কি কি কারণে ঈমান ও ইছলাম ভঙ্গ বা বিনষ্ট হয় ?

ইছলামকে বিনষ্ট ও ভঙ্গকারী অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে মৌলিক ও প্রধান দশটি কারণ হলো নিম্নরূপঃ-
(১) 'ইবাদতে আলাহ্‌র সাথে শরীক বা অংশীদার নির্ধারন করা।
এর প্রমাণ হলো আলাহ্ তা'আলার এ বাণী:-

ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

অর্থাৎ:- এবং তারা উপাসনা করে আলাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ এবং বলে, এরা তো আলাহ্‌র কাছে আমাদের সুপারিশকারী। আপনি বলুন, তোমরা কি আছমান ও যমীনের এমন বিষয়ে আলাহ্‌কে অবহিত করছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন? তিনি পুতঃ-পবিত্র ও মহান সে সমস্ত থেকে, যা তোমরা শরীক করছ।
(ছুরা ইউনুছ-১৮)
সুতরাং যে ব্যক্তি 'ইবাদতে আলাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করবে, তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে ইছলাম বহির্ভূত, কাফির-মুশরিক বলে গণ্য হবে।
(২) নিজের ও আলাহ্ মধ্যে কাউকে মাধ্যম নির্ধারণ করা, তার নিকট সুপারিশ প্রার্থনা করা, তাকে আহবান করা, তার উপর ভরসা করা ইত্যাদি। ক্বোরাইশের কাফির-মুশরীকরা এজাতীয় শির্‌কেই লিপ্ত ছিল। আলাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য তারা কতক মাধ্যম ও সুপারিশকারী সাব্যস্ত করেছিল। অথচ তারা রুবূবিয়্যাহ্ বা পালনকর্তৃতে আলাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী ছিল। তাদের এ জাতীয় শির্‌ক সম্পর্কেই আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.

অর্থাৎ:-জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ 'ইবাদত আলাহ্‌রই জন্যে। যারা আলাহ্ ব্যতীত অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে এবং বলে যে, আমরা তাদের 'ইবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আলাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আলাহ্ তাদের মধ্যে তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে সে ব্যাপারে ফায়সালা করে দেবেন। আলাহ্ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। ( ছুরা আয্‌যুমার-৩)
বর্তমান যুগেও নিজেদেরকে মুছলমান বলে দাবিদার এমন কতক লোক রয়েছে, যারা জীবিত কিংবা মৃত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে, কিংবা কোন তারকা, নক্ষত্র, গাছ, পাথর ইত্যদি সম্পর্কে, কিংবা আলাহ্ ভিন্ন তাদের কোন উপাস্যের আদলে (আকৃতিতে) গড়া মূর্তি, প্রতিমা ও ছবি সম্পর্কে এ দ্বারা পোষণ করে যে, এগুলো তাদের জন্য আলাহ্‌র নিকট সুপারিশকারী, কিংবা জগত পরিচালনায় এদেরও কিছু ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে, এগুলো তাদের সমস্যার সমাধান করে দিতে বা প্রয়োজন পূরণ করে দিতে, কিংবা বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ ও সক্ষম। এসব কাজ যারা করে, তারা যদিও নিজেকে ঈমানদার ও মোহম্মাদ ﷺ এর অনুসারী বলে দাবি করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা হলো ইছলাম বহির্ভুত; কাফের-মুশরিক। ইছলামের নবী মোহম্মাদ ﷺ এজাতীয় শির্‌ককে ঘৃণা ও অস্বীকার করেছেন এবং মক্কার কাফের মুশরিকসহ গোঁটা মানবজাতিকে এ ধরণের শির্‌ক সম্পূর্ণরূপে পরিহার ও বর্জন করার আহবান জানিয়েছেন।
আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له

অর্থাৎ:- বলুন! তোমরা তাদেরকে আহবান করো, যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আলাহ্ ব্যতীত, তারা নভোমন্ডল ও ভু-মন্ডলের অণু পরিমাণ কোনকিছুর মালিক নয়, এদ্বুয়ের মাঝে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আলাহ্‌র সহায়কও নয়। যার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়, তার জন্যে ব্যতীত আল-াহ্‌র কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না (ছুরা সাবা ২২-২৩)
অন্য আয়াতে আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.

অর্থাৎ:-যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আছমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে-আলাহ। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আলাহ্ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আলাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে (ঠেকাতে) পারবে? বলুন, আমার জন্য আলাহ্‌ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে। (ছুরা আয্‌যুমার- ৩৮)
আলাহ্ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেন:-

واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

অর্থাৎ:- তারা আলাহ্ ব্যতীত অন্যান্য ইলাহ (উপাস্য) গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের জন্যে সাহায্যকারী হয়। কখনই নয়, তারা তাদের 'ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে। (ছুরা মারইয়াম, ৮১-৮২)

মুছলমান বলে দাবিদার অনেককে দেখা যায় যে, তারাও মুশরিকদের অনুসরণে ক্ববর-মাজারকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও পূজা করছে। ক্ববর ও মাজারবাসীর উদ্দেশ্যে পশু জবাই ও বিভিন্ন প্রকার নযর-মানত পেশ করছে, তাদের নিকট নিজের সমস্যা সমাধান করে দেয়ার বা প্রয়োজন পূরণ করে দেয়ার প্রার্থনা করছে এবং তাদেরকে নিজেদের ও আলাহ্র মধ্যে মাধ্যম বলে বিবেচনা করছে। প্রকৃতপক্ষে এসব কাজই হলো সুস্পষ্ট কুফ্র ও শিরক।
তাই যে ব্যক্তি এ ধরণের কোন কাজ করবে, তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে ইছলাম বহির্ভূত, কাফির-মুশরিক বলে গণ্য হবে।
(৩) ধর্মত্যাগী মুরতাদ ও মুশরিকদেরকে কাফির-মুশরিক বলে মনে না করা, কিংবা তারা যে কাফির-মুশরিক, সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা অথবা তাদের পথ ও মতকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা। এমনিভাবে এ ধরনের কোন কথা বলা যে, ‘‘ইয়াহুদী, খ্রিষ্ট, ইছলাম, সব ধর্মই সঠিক ও সত্য এবং এ সকল প্রতিটি ধর্মই তার অনুসারীকে আলাহ্ পর্যন্ত পৌছায়। তাই যার যে ধর্ম ইচ্ছা ও পছন্দ হয়, সে তা গ্রহণ করতে পারে, তাতে কোন অসুবিধা নেই’’।
এ ধরনের কথাবার্তা ও ‘আক্বীদা-বিশ্বাস হলো ইছলাম বিনষ্টকারী ও ইছলাম থেকে বহিস্কারকারী সুস্পষ্ট কুফ্র (আলাহ্কে অস্বীকার করা) ও শির্ক (আলাহ্র সাথে আংশীদার করা)।
কেননা আলাহ্র একত্বে বিশ্বাস তথা তাওহীদের অপরিহার্য দাবি ও শর্ত হলো দু’টি। (এক) সকল প্রকার তাগুতকে অস্বীকার করা। অর্থাৎ আলাহ ভিন্ন সকল উপাস্য ও তাদের উপাসনাকারীদের অস্বীকার করা এবং তাদের থেকে নিরাপদ দূরে থাকা।
(দুই) এক আলাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।
আর এটাই হলো কালিমাহ “লা-ইলাহা ইলালাহ”। (আলাহ্ ব্যতীত আর কোন সত্যিকার মা‘বুদ নেই) এর প্রকৃত অর্থ, তাৎপর্য, দাবী ও চাহিদা। এ সম্পর্কে আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.

অর্থাৎ:-তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সংঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলেন:-তোমাদের সাথে এবং তো-মরা আলাহ্র পরিবর্তে যাদের ‘ইবাদত কর, তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা
তোমাদেরকে মানিনা। তোমরা এক আলাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ থাকবে। ( ছুরা আল মুমত-াহিনা-৪)
আলাহ্ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেন:-

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

অর্থাৎ:-দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়ত গোমরাহী (ভ্রষ্টতা ও বিপথগামীতা) থেকে পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং যে ‘তাগুতদেরকে অস্বীকার করবে এবং আলাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিবে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংগবার নয়। আলাহ্ সবই শুনেন এবং জানেন। (ছুরা আল বাক্বারাহ- ২৫৬)
রাছুল ﷺ বলেছেন:-
من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله.

অর্থাৎ:-যে ব্যক্তি ‘‘আলাহ্ ব্যতীত আর কোন মা‘বুদ নেই” একথা স্বীকার করে এবং আলাহ্ ব্যতীত অন্য যা কিছুর উপাসনা করা হয়, সে সবকে অস্বীকার করে, তাঁর সম্পদ ও প্রাণ নিরাপদ এবং তার হিসাব আলাহ্র নিকট। (সহীহ মুছলিম)
এ হাদীছ থেকে স্পষ্টত বুঝা যায়, যে ব্যক্তি ‘‘আলাহ্ ব্যতীত আর কোন মা‘বুদ নেই”একথা মুখে স্বীকার করলেও আলাহ্ ব্যতীত যা কিছুর উপাসনা করা হয় সেগুলোকে অস্বীকারও বর্জন করে না, তার জান ও মাল ইছলামী শরী‘য়াহ্র দৃষ্টিতে নিরাপদ নয়।
এমনিভাবে মুশরিক অথবা আহলে কিতাবদেরকে (ইয়াহুদী, নাসারা সম্প্রদায়কে) কাফির বলে বিশ্বাস না করার কিংবা কারো কাফির হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া সত্যেও তাকে কাফির বলা থেকে বিরত থাকা, বা নিরবতা অবলম্বন করার অথবা যাদের কাফির হওয়ার বিষয়টি ক্বোরআন ও ছুন্নাহ দ্বারা সুনির্দ্ধারিত, সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট, তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ- সংশয় পোষণ করার অর্থ হলো আলাহ্কে ﷻ, তাঁর কিতাবকে ও তাঁর রাছুল মোহম্মাদকে ﷺ অস্বীকার করা এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য রাছুলের রিছালতের সামগ্রিকতা ও সর্বজনীনতাকে (অর্থাৎ রাছুলের রিছালত যে সমগ্র মানবজাতির জন্য, একথাকে) অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।
সমগ্র মুছলিম উম্মাহ এ বিষয়ে একমত, যে ব্যক্তি আলাহকে ﷻ, তাঁর কিতাবকে ও তাঁর রাছুল মোহম্মাদকে ﷺ এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য রাছুলের রিছালতের সামগ্রিকতা ও সর্বব্যাপীতাকে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, সে আর মুছলমান থাকে না, বরং সে কাফির- মুশরিকে পরিণত হয়।
“ধর্ম নিরপেক্ষতা”, “মুছলিম অমুছলিম সবাই ভাই ভাই, সবাই মিত্র”, “জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পারস্পরিক সৌহার্দ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায়” ইত্যাদি বিভিন্ন দাবি ও শোগানের নামে ইছলাম ভঙ্গ ও বিনষ্টকারী এ কারণটি বর্তমানে মুছলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিরাজমান। তাই মুছলমানদের জন্য এ সব বিষয়ে বিশেষভাবে সর্তক ও সাবধান হওয়া অবশ্য কর্তব্য।
(৪) এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, রাছুল মোহাম্মাদ ﷺ এর নির্দেশিত হেদায়ত তথা শরী‘য়ত থেকে অন্য পথ বা ধর্ম অধিক পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ, কিংবা রাছূলের ﷺ অনুসৃত ও নির্দেশিত বিধান (হুকম- আহকাম ও নিয়ম-নীতি) থেকে অন্য কারো বিধান অধিক উত্তম।
মোট কথা-রাছুল ﷺ এর বিধান থেকে অন্য কোন বিধানকে বেশি প্রাধান্য ও মর্যাদা দেয়া ইছলাম ভঙ্গ ও বিনষ্টের অন্যতম কারণ।
তাই প্রত্যেক মুছলমানের এই বিশ্বাস পোষণ করা ওয়াজিব যে, রাছুল ﷺ এর যাবতীয় কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম ও সম্মতি হলো আলাহ্র পক্ষ থেকে অহী

তথা এক প্রকার প্রত্যাদেশ। অহীর দিক থেকে রাছুলের ﷺ ছুন্নাহ হলো ক্বোরআনেরই সাথী বা সহযাত্রী। এ সম্পর্কে আলাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন:- اهو
ىحوي يحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني.

অর্থাৎ:- এবং তিনি (মোহাম্মাদ) প্রবৃত্তির তাড়নায় (মনগড়া) কথা বলেন না। ক্বোরআন হলো অহী, যা প্রত্যাদেশ (নাযিল করা) হয়। (ছুরা আন্-নাজম-৩-৪)
এ কারণেই ছালাফে সালেহীন ((مهمحر الله ক্বোরআন এবং ছুন্নাত দু'টোকেই অহী বলে আখ্যায়িত করতেন। সকল মুছলমানগণ ও এ বিষয়ে একমত যে, রাছূলের ছুন্নাত হলো এক প্রকার অহী।
হাছান ইবনে 'আতিয়্যাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, "জিবরাঈল ﷺ রাছুলের ﷺ নিকট যেভাবে ক্বোরআন নিয়ে অবতরণ করতেন, তেমনি তিনি ছুন্নাহ্ নিয়েও রাছুলের ﷺ নিকট অবতরণ করতেন"।
ক্বোরআন যেমন আলাহ্‌র পক্ষ থেকে অহী, তেমনি ছুন্নাতও হলো আলাহ্‌র পক্ষ হতে অহী। ছুন্নাত হলো ক্বোরআনেরই ব্যাখ্যা ও সম্পূরক। একথাটি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী 'উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ জনগণের নিকট সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত।
তাই রাছূলের ﷺ ছুন্নাতকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা, ক্বোরআনকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করার নামান্তর এবং ছুন্নাহ্‌র বিরোধিতা করার অর্থ হলো ক্বোরআনের বিরোধিতা করা।
রাছূলের ﷺ ছুন্নাহ্ হলো মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম হেদায়ত তথা পথ প্রদর্শক। যেমন:- হযরত যাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, রাছুল ﷺ ইরশাদ করেছেন:-
دمحم يده يدهلا ريخو الله باتك ثيدحلا ريخ

অর্থাৎ:- সর্বোত্তম বাণী হলো আলাহ্‌র কিতাব আর সর্বোত্তম হেদায়ত হলো মোহাম্মাদ ﷺ এর হেদায়ত (পথ নির্দেশ)। {ছুহীহ মুছলিম}
মোহাম্মাদ ﷺ এর নিয়ে আসা শরী'য়ত হলো পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ, তাতে কোনপ্রকার ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা নেই।
আলাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন:-
اليو أكملت لكم ديكنم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً.

অর্থাৎ:- আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইছলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। (ছুরা আল মায়িদাহ্-৩)
আলাহ্ ﷺ মানব জাতির উপর মোহাম্মাদ ﷺ এর অনুসৃত (পালনকৃত) শরী'য়ত পালন করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। তিনি মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাহ প্রদত্ত এবং রাছুলের ﷺ অনুসৃত ও নির্দেশিত শরী'য়ত (বিধান ও নিয়ম-নীতি) অবলম্বন করে চলে এবং সে অনুযায়ী ফায়সালা গ্রহণ করে।
আলাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:-
اهو اتاكم الرسول فخذوه اهو مكاهن هنع اوهتناف

অর্থাৎ:- রাছূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা কিছু থেকে তিনি নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক। (ছুরা আল হাশ্‌র- ৭)
আলাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন:-
الف كبرو ال نونمؤي يتح كومكحي اميف رجش مهنيب مث ال اودجي يف مهسفنأ اجرح امم تيضق اوملسيو اميلست.

অর্থাৎ:- তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আপনাকে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানকারী বলে মেনে নেয়। অতঃপর আপনার প্রদত্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোন সংকীর্ণতা বোধ না করে এবং পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করে। (ছুরা আন্‌নিছা-৬৫)
তাই যে ব্যক্তি রাছুল ﷺ অনুসৃত ও নির্দেশিত হুকুম বা ফায়সালার উপর অর্থাৎ শরী'য়তে ইছলামিয়্যাহ্‌র উপর অন্য কোন বিধান বা ফায়সালাকে প্রাধান্য দেবে, কিংবা আলাহ্‌র শরী'য়তকে অন্য কোন বিধান দিয়ে পরিবর্তন করবে অথবা আলাহ্‌র দেয়া শরী'য়তের পরির্বতে অন্য কোন শরী'য়তকে উত্তম মনে করে গ্রহণ ও অবলম্বন করবে, সে আলাহ্‌কে অস্বীকারকারী; কাফির বলে গণ্য হবে।
একথার প্রমাণ হলো, আলাহ্‌র ﷺ এ বাণী:-
نمو مل مكحي امب لزنأ الله كئلوأف مه الكافرون–

অর্থাৎ:- যেসব লোক আলাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের। (ছুরা আল মায়িদা-৪৪)
আলাহ্ ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন:-
نمو يغتبي ريغ الإسلام اينيد نلف لبقي هنم وهو يف الآخرة نم الخاسرين.

অথার্ৎ:- যে লোক ইছলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, তার নিকট থেকে কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত দের অন্তর্ভুক্ত। (ছুরা আ-লে 'ইমরান-৮৫)
তদ্রুপ যে ব্যক্তি এই ধারণা বা বিশ্বাস পোষণ করবে যে, মোহাম্মাদ ﷺ এর নিয়ে আসা শরী'য়তের (জীবন বিধানের) চেয়ে অন্য কোন শরী'য়ত (তা আছমানী শরী'য়ত হোক যেমন, বিকৃত-বিবর্তিত ইয়াহুদী ও নাসরানী শরী'য়ত, অথবা মানব রচিত কোন বিধান হোক) উত্তম কিংবা তা মানব জাতির জন্য

অধিক কল্যাণকর এবং তাদের জীবন, জীবিকা ও সার্বিক নিরাপত্তার জন্য বেশি উপযোগী, তা হলে তার ইছলাম বিনষ্ট হয়ে যাবে। সে ইছলাম বহির্ভুত কাফির বলে গণ্য হবে, যদিও সে আলাহ্‌র বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং বাহ্যিকভাবে আলাহ্‌র বিধান মেনে চলে।
এ বিষয়ে মুছলিম জাতির সত্যিকার 'আলিমগণ সকলেই একমত পোষণ করেছেন।
কেননা আলাহ্ ও তাঁর রাছুলের ﷺ প্রতি ঈমানের দাবি হলো:- আলাহ্‌র নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণ করা, আলাহ্‌র আদেশ-নিষেধ সমূহকে সন্তুষ্টচিত্তে পালন করা, আলাহ্ ও তাঁর রাছুলের ﷺ দেয়া ফায়সালাকে কথা-বার্তায়, কাজে-কর্মে ও 'আক্বীদা-বিশ্বাসে যথাযথভাবে মেনে নেয়া এবং জান-মাল, কিংবা অধিকার সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে কোন প্রকার দ্বন্দ-সংঘাত, বিবাদ-বিসম্বাদ বা মতবিরোধ দেখা দিলে তাৎক্ষনিকভাবে আলাহ্‌র কিতাব ও রাছুলের ছুন্নাহ্‌র দিকে প্রত্যার্বতন করা। কেননা সর্ব বিষয়ে আলাহ্ ও তাঁর রাছুলের ﷺ দেয়া সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এ ব্যাপারে কোন মুছলমান দ্বিমত বা সংশয় পোষণ করতে পারে না।
তাই শাসকবর্গের উপর ওয়াজিব, আলাহ্‌র দেয়া বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করা। আর শাসিতদের তথা সাধারণ জনগণের উপর ওয়াজিব, সর্বাবস্থায় ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করা এবং ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌র দেয়া সিদ্ধান্তকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়া। আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.

অর্থাৎ:- আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তারা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে। তারা (বিরোধপূর্ণ বিষয়ে) তাগুতের সিদ্ধান্ত নিতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা তাকে (তাগুতকে) অমান্য করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। (ছুরা আন্ নিছা-৬০)
(৫)শরী'য়তে ইছলামিয়্যাহ্‌র কোন বিষয়ের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করা, ঈমান ও ইছলাম বিনষ্টের অন্যতম কারণ।
যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর আনীত শরী'য়তের এবং তাঁর নির্দেশিত হেদায়তের কোন কিছুর প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করবে, তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে কাফির হয়ে যাবে, যদিও সে অসন্তুষ্টচিত্তে রাছুলের ﷺ প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে এবং আলাহ্ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী 'আমল করে থাকে।
এর প্রমাণ হলো আলাহ্‌র ﷻ এ বাণীঃ-

ذالك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم

অর্থাৎ:-এটা এজন্য যে, আলাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা পছন্দ করে না, সুতরাং আলাহ্ তা'আলা তাদের কর্ম নিস্ফল করে দেবেন।" ( ছুরা মুহাম্মাদ- ৯)
এ জাতীয় কুফরীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো যথা ঃ- (ক) আলাহ্‌র নির্দেশানুসারে চোরের হাত কাটা, বিবাহিত ব্যাভিচারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা ইত্যাদি, আলাহ্‌র এসব বিধানকে আধুনিক সভ্যতার পরিপন্থি মনে করা কিংবা এসব বিধানকে অন্যায়, অমানবিক, অজ্ঞতা ও বর্বরতার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা।
এমনিভাবে একাধিক বিবাহের শর'য়ী বিধানকে কুরুচিপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করা, একজন পুরুষ সাক্ষির মোক্বাবেলায় দু'জন মহিলা সাক্ষির বিধানকে নারীদের অবমুল্যায়ন, তাদের প্রতি অবিচার ও হীনমন্যতার পরিচায়ক বলা কিংবা ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌তে বর্ণিত গায়েবী (অদৃশ্য) কোন খবরকে যুক্তি, বাস্তবতা, ও জ্ঞান- বিজ্ঞানের পরিপন্থি বলে আখ্যায়িত করা ।
(খ) ইছলামের কোন বিধানকে নির্দ্বিধায় সন্তুষ্টচিত্তে মেনে না নেয়া, বরং এ বিষয়ে অন্তরে সংকোচ বোধ করা।
আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেনঃ-

فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.

অর্থাৎ:- কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার আপনার উপর অপর্ণ না করে, অতঃপর আপনার দেয়া সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা থাকে এবং
সর্বান্তকরণে উহা মেনে না নেয়। (ছুরা আন্‌নিছা-৬৫)
(গ) কোন সহীহ হাদীছকে অস্বীকার করা। আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেনঃ-

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا–

অর্থাৎ:- রাছুল তোমাদের যা প্রদান করেন, তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদের নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। (ছুরা আল হাশ্‌র ৭)
'আলামা ইবনু বাত্ত্বাহ বলেছেনঃ- "যদি কোন ব্যক্তি রাছুলের ﷺ নিয়ে আসা সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে, কেবল একটি বিষয় ছাড়া, তা হলে ঐ ব্যক্তি শুধু একটি বিষয়কে প্রত্যাখানের কারণেই কাফির বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে এটাই হলো 'উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত অভিমত।
কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি অজ্ঞতা বশতঃ রাছূলের ﷺ কোন ছুন্নাহ্ অস্বীকার করে, তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে না। তবে তাকে জানানোর পর এবং হাদীছটি তার নিকট সঠিক প্রমাণিত হবার পরও সে যদি তা অস্বীকার করে, তাহলে তার ইছলাম ও ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে কাফির বলে গণ্য হবে।
কেননা আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেনঃ-

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا

অর্থাৎ:- যে কেউ তার নিকট সরল-সঠিক পথ প্রকাশ হবার পর যদি রাছূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাহলে আমি তাকে যে দিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর উহা কতই না মন্দ বাসস্থান। (ছুরা

আন্‌নিছা-১১৫)
উলেখ্য যে, মানুষের মধ্যে মানবীয় স্বভাবজাত কিছু ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি রয়েছে, অনিচ্ছা সত্বেও যা তার থেকে প্রকাশ পেয়ে থাকে। এ ধরণের ঘৃণা বা অসন্তুষ্টি যদি শরী'য়তের মূল বিধানের প্রতি না হয় অর্থাৎ শরী'য়তের বিধান বলে সেটাকে যদি কেউ ঘৃণা ও অপছন্দ না করে বরং তা নিছক স্বভাবজাত হয়, তাহলে সে ইছলাম বহির্ভুত কাফির বলে গণ্য হবে না। যেমন কোন স্ত্রীর তার স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েকে অপছন্দ করা, শীতের দিনে অযু বা গোছল করা ইত্যাদি। দ্বীনে ইছলামের কোন বিধানের প্রতি এ ধরণের অসন্তুষ্টি পোষণের কারণে ইছলাম বা ঈমান ভঙ্গ ও বিনষ্ট হবে না। কেননা এটা হলো মানুষের স্বভাবজাত এবং এটা তার সাধ্যের বাইরে।
(৬) দ্বীনে ইছলামের কোন বিষয়কে নিয়ে কিংবা আলাহ্‌র ওয়া'দাকৃত 'আযাব-গযব, নি'মাত, দান বা পুরস্কার নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা ঈমান ও ইছলাম বিনষ্টের অন্যতম কারণ।
কেউ যদি আলাহ্‌কে নিয়ে, তাঁর কোন ফিরিশতাকে নিয়ে, কোন নবী- রাছূলকে ) عليهم الصلاة والسلام( নিয়ে কিংবা ক্বোরআনে কারীমের কোন আয়াতকে নিয়ে অথবা দ্বীনে ইছলামের ফর্‌য তথা অবশ্য করণীয় বা বর্জনীয় কোন বিষয়কে নিয়ে, কিংবা সঠিক ও অকাট্যভাবে দ্বীন হিসাবে প্রমাণিত কোন বিষয়কে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ, ঠাট্রা-তামাশা করে, অথবা দ্বীনে ইছলামের কোন বিষয়কে গালী-গালাজ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বা এতদসম্পর্কে মর্যাদাহানীকর কিছু বলে, তাহলে তার ঈমান ও ইছলাম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে ইছলাম বহির্ভূত; কাফির বলে গণ্য হবে।
এর প্রমাণ হলো আলাহ্‌র ﷾ এ বাণীঃ-

قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن. لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.

অর্থাৎ:- (হে রাছুল) আপনি বলুনঃ তোমরা কি ঠাট্টা-তামাশা করছিলে আলাহ্‌ ও তাঁর আয়াতগুলো এবং তাঁর রাছুল সম্বন্ধে?
এখন আর 'উযর পেশ করো না। তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করলে। (ছুরা আত্‌তাওবাহ, ৬৫-৬৬)
যারা আলাহ্‌র দ্বীন ও তাঁর আয়াত নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে, আলাহ ﷾ তাদেরকে লাঞ্ছনাকর শাস্তি দানের ওয়া'দা দিয়েছেন। আর ক্বোরআনে কারীমে লাঞ্ছনাকর শাস্তি ('আযাবে মুহীন) প্রদানের কথা শুধুমাত্র কাফির-মুশরিকদের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে।
আলাহ ﷾ ইরশাদ করেছেন:-

وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.

অর্থাৎ:- যখন সে আমার কোন আয়াত অবগত হয়, তখন তাকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করে। এদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (ছূরা আল জাছিয়াহ - ৯)
'আলামা ইবনে হায্‌ম আন্দুলুছী, ক্বাযী আবূ ইয়া'লা হাম্বালী, ইমাম আছ্‌ছাম'আনী, শাইখুল ইছলাম ইবনু তাইমিয়াহ, 'আলামা ইবনু কাছীর ( (رحمهم الله أجمعين প্রমুখ প্রখ্যাত 'উলামায়ে কেরাম বলেছেন:-''কেউ যদি ঢালাওভাবে সাহাবায়ে কেরামকে ؓ গাল-মন্দ করে কিংবা তাদের একজনকেও যদি তাঁর দ্বীন ও দ্বীনদারীর কারণে (ব্যক্তিগত বিষয়ে নয়) বা রাছূলের ﷺ সাহচর্য লাভের (সাহাবী হওয়ার) কারণে গালী-গালাজ করে, তাহলে সে ব্যক্তি কাফির ও ইছলাম পরিত্যাগকারী মুরতাদ বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে 'উলামায়ে কেরাম সর্বসম্মত অভিমত পোষণ করেছেন''।
এমনিভাবে কেউ যদি কোন নেককার; আলাহ ওয়ালা লোকের সাথে তাঁর নেককারী তথা দ্বীনদারীর কারণে কিংবা কোন 'আলিমে দ্বীনের সাথে তাঁর 'ইলমে দ্বীনের কারণে ঠাট্রা-বিদ্রোপ করে, তা হলে সে কাফির ও ইছলাম পরিত্যাগকারী মুরতাদ বলে গণ্য হবে।
একদা ইমাম শাফি'য়ীকে (رحمه الله) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, যে ব্যক্তি আলাহ্‌র কোন আয়াতকে (নিদর্শনকে) নিয়ে উপহাস (ঢং-তামাশা) করে, শরী'য়তের দৃষ্টিতে তার হুক্‌ম কি ? উত্তরে তিনি বলেছেনঃ- সে ব্যক্তি কাফির এবং এর প্রমাণে (তিনি ইমাম শাফি'য়ী رحمه الله) ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত পেশ করেন:-

قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن. لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.

অর্থাৎ:- (হে রাছুল ﷺ আপনি বলুনঃ তোমরা কি ঠাট্টা-তামাসা করছিলে আলাহ ও তাঁর আয়াতগুলো এবং তার রাছুল সম্বন্ধে? এখন আর 'উযর পেশ করো না। তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করলে। (ছরা আত্‌তাওবাহ, ৬৫-৬৬)
ঠাট্টা-বিদ্রুপ দু'ভাবে করা হয়। প্রথমতঃ- স্পষ্ট বিদ্রোপাত্মক, তামাশামূলক, অশিল-অশালীন কিংবা তাচ্ছিল্যপূর্ণ কথা দ্বারা।
যেমন:- খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কথা-''ঈছা ؑ আলাহ্‌র ছেলে''। (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا) ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের কথা- ''আলাহ্‌র হাত রুদ্ধ'' (বন্ধ বা আটকানো) ''আলাহ অভাবগ্রস্ত ও আমরা অভাবমুক্ত''(تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا) এবং তথাকথিত আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের কথা- ''ইছলাম ধর্ম বর্তমান আধুনিক দুন্‌ইয়াতে অচল-অনুপযোগী'' ইত্যাদি।
যদি কোন মুছলমান জেনে শুনে এ ধরণের কোন কথা বলে, তাহলে তার ঈমান ও ইছলাম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে ধর্মত্যাগকারী (মুরতাদ) কাফির বলে গণ্য হবে।
দ্বিতীয়তঃ- কাজ-কর্ম বা ইশারা- ইঙ্গিতে ব্যঙ্গ, বিদ্রোপ, ঠাট্রা, তামাশা করা। যেমন দ্বীনে ইছলামের কোন বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন বা ছবি আঁকা, ক্বোরআনে কারীমের তিলাওয়াত শুনে, কিংবা রাছূলের কোন হাদীছ শুনে অথবা আলাহর 'আযাব-গযব, নি'মাত-পুরস্কার, জান্নাত, জাহান্নাম, ক্বরের 'আযাব ইত্যদির আলোচনা শুনে কানে আঙ্গুল ঢুকানো, উচ্চস্বরে কথা বলা বা রেডিও-টিভির ভলিয়ম বাড়িয়ে দেয়া, অথবা আলাহ্‌র কোন আয়াত বা নিদর্শনের কথা শুনে সেটাকে হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করতী কোনরূপ অঙ্গভঙ্গি করা। যেমন হাত টিপা, চোঁখ টিপা, জিহ্বা বের করা, মুখ বাঁকানো ইত্যাদি। যদি কোন মুছলমান জেনে-শুনে, বুঝে ইচ্ছাপূর্বক এ ধরণের কোন কাজ-কর্ম করে, তাহলে সে ইছলাম বহির্ভূত হয়ে পড়বে এবং কাফির ও মুরতাদ বলে গণ্য হবে।
মোট কথা দ্বীনে ইছলামের কোন বিষয়কে গালি- গালাজ বা তুচ্ছ- তাচ্ছিল্য করা, অথবা দ্বীনে ইছলামের কোন বিষয়কে নিয়ে ঢং- তামাসা, ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ

করা হলো কুফ্‌র ও শির্‌ক; যা ইছলামকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করে দেয় এবং মুছলমানকে ধর্মত্যাগকারী (মুরতাদ) কাফির-মুশরিকে পরিণত করে ।
(৭) যাদু । যাদু হলো ঈমান ও ইছলাম বিনষ্টকারী এবং মুছলমানকে কাফিরে পরিণতকারী কাজ ।
আভিধানিক অর্থে যাদু বলা হয়, এমন প্রতিটি ক্রিয়াকলাপকে যার কারণ গোপন ও অস্পষ্ট থাকে, কিন্তু এর প্রভাব- প্রতিক্রিয়া দেখা বা বুঝা যায় ।
শরী'য়তের পরিভাষায় যাদু হলো এমন কিছু গিরা, কবচ, ঝাড়-ফুঁক, তেলেসমাতী ও তন্ত্র-মন্ত্রের নাম, যদ্বারা জিন বা শয়তানকে ব্যবহারের মাধ্যমে কারো ক্ষতি করার অপচেষ্টা করা হয় । সাধারণত যাদু মানুষের অন্তরে, মস্তিস্কে, কিংবা দেহের ভিতরে কাজ করে । তবে দেহের বাইরেও এর প্রভাব পড়ে থাকে ।
যাদু দু'টি কারণে শির্‌কের পর্যায়ভুক্ত । প্রথমতঃ এতে (যাদুর মধ্যে) অধিকাংশ ক্ষেত্রে হারাম ও নিকৃষ্ট কাজের মাধ্যমে জিন ও শয়তানের সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও সাহায্য কামনা করা হয় । অথচ আলাহ ﷾ ব্যতীত অন্য কারো নৈকট্য বা সাহায্য কামনা করা হলো সুস্পষ্ট শির্‌ক । এ ছাড়া যাদু হলো শয়তানের শিক্ষা এবং শয়তানী শিক্ষা ।
আলাহ ﷾ ইরশাদ করেছেন:-

واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر (سورة البقرة- ১০২)

অর্থাৎ:- ছুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত তারা তাই অনুসরণ করল । ছুলাইমান কুফ্‌র (আলাহ্‌কে অবিশ্বাস বা অস্বীকার) করেননি; বরং শয়তানরাই কুফ্‌র করেছিল । তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত । (ছুরা আল বাক্বারাহ-১০২)
দ্বিতীয়তঃ এতে গায়িবের (অদৃশ্য বিষয়াদীর) 'ইলম দাবি করা হয় । যাদুকর বা তার সাহায্যকারী জিন ও শয়তানরা নিজেকে গায়েব সম্পর্কে অবগত বলে দাবি করে । অথচ প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আলাহ ﷾ ব্যতীত আর কেউই গায়েবের জ্ঞান রাখে না এবং আলাহ ব্যতীত আর কেউই গায়েব সম্পর্কে অবগত নয় । আলাহ ﷾ ইরশাদ করেছেন:-

قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.

অর্থাৎ:- (হে নবী!) আপনি বলুন, একমাত্র আলাহ ব্যতীত আকাশে ও যমীনে যারা আছে তারা কেউই গায়েব জানেনা ।
(ছূরা আন্‌নামল-৬৫)
গায়েবের জ্ঞান হলো আলাহ্‌র একক বৈশিষ্ট । সুতরাং আলাহ ব্যতীত কারো গায়েবের জ্ঞান দাবি করার অর্থ হলো আলাহ্‌র একক বৈশিষ্টে অংশীদারিত্ব দাবি করা । আর এটাই হলো সুস্পষ্ট কুফ্‌র ও শির্‌ক ।
যাদুর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দু'টোই কুফরী । যাদুর আকর্ষণ হল, অবৈধভাবে কোন নর-নারীর মধ্যে যাদু-মন্ত্র দ্বারা একজনকে অপরজনের প্রতি আকৃষ্ট করা । আর যাদুর বিকর্ষণ হল, পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা, অর্থাৎ কোন মানুষকে তার আপনজনের প্রতি বিরাগভাজন বা বিদ্বেষী করা বা পাস্পরের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টির অপচেষ্টা করা ।
হযরত আবূ হুরায়রাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাছূল ﷺ বলেছেন:- যে ব্যক্তি গিট বেধে এর উপর ফুঁক দিল সে যাদু করল । আর যে যাদু করল, সে শির্‌ক করল । (ছুনানু নাছায়ী)
ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল رحمهم الله যাদু করাকে এবং যাদু শিক্ষাকে কুফরী বলে অভিহিত করেছেন ।
শাইখ ছুলাইমান ইবনু মুহাম্মদ ইবনু 'আবদুল ওয়াহ্‌হাব رحمه الله বলেছেনঃ- শয়তানের মাধ্যমে যে যাদু করা হয়, তা আলাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা ব্যতীত রপ্ত বা আয়ত্ব করা যায় না ।
মোট কথা সাধারণত যাদুর মধ্যে মৌলিক যেসব বিষয় বা উপাদান গুলো থাকে সে গুলো হলো শির্‌ক । বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যাদুর মধ্যে ঈমানের পরিপন্থী কথাবার্তা ও কাজকর্ম অবলম্বন করা হয় । তাই যাদু করা, যাদু করানো কিংবা যাদু শিক্ষা করা হলো কুফ্‌র ও শির্‌ক যা ইছলামকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করে দেয় এবং মুছলমানকে ধর্মত্যাগকারী (মুরতাদ) কাফির-মুশরিকে পরিণত করে ।
আর যদি যাদুতে ঈমানের পরিপন্থী কিছু অবলম্বন না করা হয়, তাহলে এ জাতীয় যাদু যদিও কুফ্‌র বা শিরক বলে গণ্য হবে না তথাপি তা কঠিন শাস্তি যোগ্য অপরাধ । তাই যাদু এবং যাদুর সাথে সকল প্রকার সম্পৃক্ততা সম্পূর্ণরূপে পরিহার ও বর্জন করা,
আলাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী প্রত্যেক মুছলমানের অবশ্য কর্তব্য ।
(৮) মুছলিমদের বিরুদ্ধে কাফির -মুশরিকদেরকে সাহায্য, সহযোগিতা করা ঈমান ও ইছলাম বিনষ্টের অন্যতম কারণ ।
কেননা ঈমানদারগণকে আলাহ্‌ ﷾ কাফির- মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব না রাখার এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা না করার জন্য অত্যন্ত স্পষ্ট ও কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন । তিনি (আলাহ ﷾ বলে দিয়েছেন যে, কাফির-মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব পোষণকারীগণ তাদেরই দলভুক্ত বলে গণ্য হবে । এ বিষয়ে ক্বোরআনে কারীমে বহু আয়াত বর্ণিত রয়েছে ।
যেমন আলাহ ﷾ ইরশাদ করেছেনঃ-

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

অর্থাৎ:- হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না । তারা একে অপরের বন্ধু । তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত । আলাহ্‌ যালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না । (ছূরা আল মায়িদা-৫১)
আলাহ্‌ ﷾ আরো ইরশাদ করেছেনঃ- . فلا تكونن ظهيرا للكافرين
অর্থাৎ:- অতএব (হে রাছুল!) আপনি কোন অবস্থাতেই কাফিরদের সাহায্যকারী হবেন না । (ছুরা আল ক্বাসাস-৮৬)

মুছলমানদের বিরুদ্ধে কোন মুশরিকককে সাহায্য- সহযোগিতা করার অর্থ হলো, আলাহ্‌র সাথে, তাঁর রাছূল ও মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং নিজেকে আলাহ্‌র ﷻ ওয়া'দাকৃত 'আযাব ও গযবে নিপতিত করা ।

আলাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.

অর্থাৎ:- আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, তারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে । তারা নিজেদের জন্যে যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ । তা এই যে, তাদের প্রতি আলাহ্‌ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল শাস্তিভোগ করতে থাকবে । যদি তারা আলাহ্‌র প্রতি এবং রাছূল ও রাছূলের প্রতি নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না । কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচারী (ফাছিক্ব) । {ছূরা আল মায়িদা, ৮০-৮১}
কাফির- মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব পোষণ করা কিংবা মুছলমানের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য- সহযোগিতা করা হলো মুনাফিক্বদের বৈশিষ্ট । যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায়- স্বজ্ঞানে মুছলমানদের বিরুদ্ধে কাফির মুশরিকদেরকে আর্থিক, শারীরিক, মানসিক ও অন্যান্যভাবে সাহায্য সহযোগীতা করবে, কিংবা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে নিঃসন্দেহে কাফির বলে গণ্য হবে ।
আলাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما ◻ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.

অর্থাৎ: - সেসব মুনাফিক্বকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক 'আযাব । যারা মুছলমানদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয়, তারা কি তাদের কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে? অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আলাহ্‌রই জন্য । (ছূরা আন্‌নিছা, ১৩৮-১৩৯)
আলাহ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেন:-

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.

অর্থাৎ:- যারা আলাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আলাহ্‌ ও তাঁর রাছূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয় । তাদের অন্তরে আলাহ্‌ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা । (ছূরা আল মুজাদালা-২২)
তাই প্রত্যেক মুছলমানের উপর ওয়াজিব, কোন কাফির, মুশরিক, মুরতাদ কিংবা আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী- নাসারাকে
বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করা এবং এদের কাউকে, এমনকি সে যদি নিজের একান্ত কোন আপনজনও হয় তথাপি তাকে ইছলাম ও মুছলমানের বিরুদ্ধে কোনভাবে সাহায্য- সহযোগিতা না করা ।
যদি কোন মুছলিম ইছলামের এ বিধান জেনে-শুনে, স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে কোন কাফির-মুশরিককে ইছলাম ও মুছলমানের বিরুদ্ধে কোন ভাবে সাহায্য- সহযোগিতা করে, কিংবা তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, বা তার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করে, তা হলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে কাফির বলে গণ্য হবে ।
কেননা "লা ইলাহা ইলাল্‌লাহ" এই কালিমাহ্‌র অপরিহার্য দাবি হলো:- আলাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে শুধুমাত্র ঈমানদারগণের
(আলাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসীদের) প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা, তাদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং কাফির মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ।
(৯) ঈমান ও ইছলাম বিনষ্টের আরেকটি কারণ হলো, ব্যক্তি বিশেষের জন্য ইছলামী বিধান থেকে বের হয়ে যাওয়া বৈধ বলে মনে করা, কিংবা ব্যক্তি বিশেষকে ইছলামী বিধি-বিধানের উর্দ্ধে মনে করা ।
অর্থাৎ- যদি কেউ এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, কোন লোকের জন্য আলাহর ﷻ প্রবর্তিত এবং রাছূলের ﷺ নির্দেশিত বিধান থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া তথা শরী'য়তে ইছলামিয়্যাহ্‌র অনুসরণ না করা জায়েয, কিংবা এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, এমন কতক ব্যক্তিবর্গ আছেন যাদের জন্য আলাহ্‌র বিধান প্রযোজ্য নয়, তাহলে তার ঈমান ও ইছলাম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে কাফির হয়ে যাবে । যেমনটি অনেক ভন্ড সূফী-সাধক ও বাতিল মারিফতপন্থী লোক মনে করে । কেননা এ জাতীয় 'আক্বীদা পোষণের অর্থ হলো যে, ইছলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য তথা ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রতিটি বণী আদমের জন্য আলাহ্‌র মনোনীত ধর্ম নয় এবং শরী'য়তে ইছলামিয়্যাহ্‌'র অনুসরণ ও অনুশীলন সকলের জন্য আবশ্যকীয় নয়, কিংবা মোহাম্মাদ ﷺ এর রিছালত সর্ব সাধারণের জন্য সর্বজনীন রিছালত নয় । অথচ এসব 'আক্বীদা-বিশ্বাস হলো ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌তে বর্ণিত সুস্পষ্ট প্রমাণাদী অস্বীকার করার নামান্তর । কেননা ক্বোরআন ও ছুন্নাহ দ্বারা অকাট্য ও সুস্পষ্টরূপে একথা প্রমাণিত যে, ইছলামই হলো আলাহর মনোনীত একমাত্র সর্বজনীন দ্বীন এবং মোহাম্মাদ ﷺ হলেন সমগ্র জগতের প্রতি আলাহ্‌র প্রেরিত সর্বশেষ রাছূল ।
আলাহ্‌ عز وجل ইরশাদ করেছেন:-

إن الدين عند الله الإسلام.

অর্থাৎ:-আলাহ্‌র নিকট একমাত্র ধর্ম হলো ইছলাম । (ছূরা আলে 'ইমরান-১৯)
রাছূল মোহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে আলাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا

অর্থাৎ:-আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি। (ছূরা ছাবা-২৮)

আলাহ্ جل وعلا আরো ইরশাদ করেছেন:-
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.

অর্থাৎ:- বলে দিন, হে মানবমন্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আলাহ্‌র প্রেরিত রাছূল। (ছূরা আল আ'রাফ-১৫৮)
আবূ হুরায়রাহ ؓ থেকে বর্ণিত, রাছূল ﷺ ইরশাদ করেছেন:-
أرسلت إلى الخلق كافة و ختم بي النبيون.

অর্থাৎ:- আমাকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতি রাছূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে এবং আমাকে প্রেরণের মাধ্যমে নবুওয়্যাতের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করা হয়েছে। (অর্থাৎ আমিই সর্বশেষ নবী। আমার পরে আর কোন নবী- রাছূল আসবেন না।) {সহীহ বুখারী}
আলাহ ﷻ তাঁর রাছূলকে ﷺ যে দ্বীন বা শরী'য়ত দিয়ে পাাঠিয়েছেন, তা যথাযথভাবে গ্রহণ ও পালন করা এবং সর্বক্ষেত্রে রাছূলের ﷺ আনুগত্য ও অনুসরণ করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য। কেননা ইছলামের বিধি-বিধান সর্বতোভাবে গ্রহণ ও পালন করা ব্যতীত এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাছূলের ﷺ আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতীত আলাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন এবং ইহ-পরকালীন মুক্তি লাভের অন্য কোন উপায় নেই। কেউ যদি দ্বীনে ইছলাম ব্যতীত অন্য কোন পথ অনুসরণ করে তাহলে তা আলাহর নিকট আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে না, বরং তা হবে প্রত্যাখ্যাত।
আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন ঃ -
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

অর্থাৎ:- আর যে ব্যক্তি ইছলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম তালাশ করবে, তবে সেটা তার থেকে গৃহীত হবে না। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।" (ছুরা আ-লে 'ইমরান- ৮৫)
রাছূলের ﷺ আনুগত্য ও অনুসরণ সম্পর্কে আলাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

অর্থাৎ:- (হে নবী!) আপনি বলুন, যদি তোমরা আলাহ্‌কে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, আলাহ তোমাদিগকে ভালোবাসবেন। (ছূরা আ-লে 'ইমরান-৩১)
অন্য আয়াতে আলাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.

অর্থাৎ:- যে কেউ আলাহ ও তাঁর রাছূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল। (ছুরা আল আহযাব-৭০))
আলাহ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেন:-
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين

অর্থাৎ:- বলুন, আলাহ্ ও রাছুলের আনুগত্য কর। বস্তুতঃ যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আলাহ্ কাফেরদিগকে ভালোবাসেন না। (ছুরা আ-লে 'ইমরান-৩২)
সুতরাং "যদি কেউ এ ধরণের কোন বিশ্বাস পোষণ করে যে, রাছূলের ﷺ আনুগত্য ও অনুসরণ ছাড়া অন্য কোন পন্থায় আলাহ্‌র পথে চলা বা আলাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা সম্ভব, কিংবা এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, কোন লোক চেষ্টা-সাধনা বা আরাধনা  করে অসাধারণ মর্যাদার আসনে পৌছে গেলে তার জন্য নবী মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর শরী'য়তের অনুসরণ করা জরুরী নয়, বরং এ ধরণের লোকের জন্য রাছূলের ﷺ দ্বীন অনুসরণ না করা, বিভিন্ন ফর্‌য কাজ ছেড়ে দেয়া, নানারকম পাপ কাজ করা জায়েয তথা বৈধ, তাহলে তার ঈমান ও ইছলাম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবে। (সূত্র:- আল-ইক্বনা')
এছাড়া যেখানে উম্মতে মুছলিমাহ্‌র সকল 'উলামায়ে কেরাম ও ইমামগণের সর্বসম্মত অভিমত হলো যে, যে ব্যক্তি অকাট্য ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ক্বোরআন বা ছুন্নাহ্‌র একটি বিধানকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করবে সে কাফির হয়ে যাবে, সুতরাং যে ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে রাছূলের ﷺ রিছালতকে অস্বীকার করবে তার হুকম কি হতে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
শাইখুল ইছলাম ইবনু তাইমিয়াহ (رحمه الله) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, মুহাম্মদ ﷺ এর শরী'য়তের অনুসরণ হতে মুক্ত হওয়া কারো জন্য বৈধ, সে কাফির এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব"।
তিনি আরো বলেছেনঃ- "যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, আলাহ্‌র কিছু খাস বান্দাহ আছেন যাদের জন্য রাছূলের অনুসরণ করার কোন প্রয়োজন নেই, সে ব্যক্তি ইছলাম ত্যাগকারী; মুরতাদ ও কাফির। এ বিষয়ে সকল ইমামগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন"।
(১০) ঈমান ও ইছলাম বিনষ্টের অন্যতম আরেকটি কারণ হলো, ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া তথা দ্বীনে ইছলামকে উপেক্ষা ও বর্জন করা
আর তা হলো:- ইছলামের মৌলিক ও অপরিহার্য  বিষয়াদীর জ্ঞান অর্জন থেকে বিরত থাকা, ইছলামী শরী'য়ত অনুযায়ী 'আমল বা অনুশীলন না করা,

ইছলাম যে সব বিষয় অবশ্য পালনীয় বলে নির্দেশ দিয়েছে সেগুলো পালন না করা এবং যে সব বিষয় অবশ্য বর্জনীয় ও হারাম ঘোষনা করেছে সে সবকে বর্জন না করা, সঠিক ধর্ম জানার জন্য কোনরূপ প্রচেষ্টা না করা, কিংবা ধর্মীয় মৌলিক শিক্ষা অর্জন করার প্রতি কোনরূপ প্রয়োজন ও আগ্রহবোধ না করা। বরং ধর্ম-কর্ম (ইছলামের অনুশীলন) থেকে দূরে এবং ইছলাম সম্পর্কে অজ্ঞ বা জাহিল হয়ে থাকাতে খুশি ও সন্তুষ্টিবোধ করা। আলাহ্‌র আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন বা অমান্য করাকে কোনরূপ তোয়াক্কা বা পরওয়া না করা এবং আলাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মেনে চলাকে আদৌ গুরুত্ব না দেয়া।
এসব কার্যকলাপ স্পষ্টত এটাই প্রমাণ করে যে, এ রকম লোক মূখে "লা ইলাহা ইলাল্‌লাহ, মুহাম্মাদুর্‌ রাছুলুলাহ" বললেও মনে-প্রাণে সে এ কালিমাহ্‌কে স্বীকার করছে না বরং কার্যত সে আলাহ্‌র দ্বীনকে উপেক্ষা ও বর্জন করছে এবং আলাহ্‌র দ্বীন থেকে মূখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আর যারা আলাহ্‌র দ্বীন থেকে মূখ ফিরিয়ে নেয় বা ধর্ম বিমূখতা অবলম্বন করে, তাদের সম্পর্কে আলাহ্‌ ﷿ ইরশাদ করেছেনঃ-

ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون-

অর্থাৎ:- এবং সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অনাচারী কে, যাকে তার প্রভূর আয়াত সমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, অতঃপর সে উহা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়? আমি এরূপ অপরাধীদের হতে প্রতিশোধ নিব ।" (ছুরা আছ্‌ছাজ্‌দাহ- ২২)
আলাহ্‌ ﷿ আরো ইরশাদ করেছেনঃ-

والذين كفروا عما أنذروا معرضون-

অর্থাৎ:-এবং যারা কাফির, তাদেরকে যেই বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করা হয়, তারা উহা হতে বিমূখ হয়ে থাকে"। (তারা সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না।) {ছুরা আল আহক্বাফ- ৩}
অন্য আয়াতে আলাহ ﷿ ইরশাদ করেছেন:-

قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.

অর্থাৎ:- বলুন, আলাহ্‌ ও রাছুলের আনুগত্য কর। বস্তুতঃ যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আলাহ্‌ কাফেরদিগকে ভালোবাসেন না। (ছূরা আ-লে 'ইমরান-৩২)
যারা মূখে ঈমানের কথা বলে কিন্তু কাজে তা প্রতিফলিত করে না, অর্থাৎ ইছলামী শরী'য়ত অনুযায়ী 'আমল করে না, তাদের সম্পর্কে আলাহ ﷿ বলেছেন যে, তারা ঈমানদার নয়।
আলাহ ﷿ ইরশাদ করেছেন:-

ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.

অর্থাৎ:- তারা বলে, আমরা আলাহ্‌ ও রাছুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমরা আনুগত্য করি, কিন্তু অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা ঈমানদার নয়। (ছূরা আন্‌নূর- ৪৭)
সুতরাং যে ব্যক্তি শরী'য়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কোন 'উযর (কারণ) ব্যতীত দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদীর জ্ঞান অর্জন থেকে এবং তদনুযায়ী 'আমল করা থেকে বিরত থাকবে, তার ঈমান ও ইছলাম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে কাফির বলে গন্য হবে।
বি: দ্রঃ- কোন কোন 'উলামায়ে কেরাম ঈমান ও ইছলাম বিনষ্টকারী কারণ ১২টি বলে উলেখ করেছেন। তন্মধ্যে উপরোক্ত ১০টি সহ তারা আরো অতিরিক্ত ২টি কারণ পৃথকভাবে উলেখ করেছেন। সেগুলো হলো:-
(১১) ইছলামের কোন বিষয়কে অস্বীকার করা।
(১২) ধর্মত্যাগ করা।
কিন্তু শাইখ আল ইমাম মোহাম্মাদ বিন 'আব্দিল ওয়াহ্‌হাব (رحمه الله) সহ অধিকাংশ 'উলামায়ে কেরাম উলেখিত ১০টি কারণই বর্ণনা করেছেন। বর্ণিত ১১ নং কারণটি প্রথমোক্ত ৪, ৫, ও ৯ নং কারণে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে তারা এটাকে আলাদা করে উলেখ করেননি। পক্ষান্তরে ১২ নং কারণটি মূলত আলোচ্য বিষয় বহির্ভূত। কেননা এখানে তো এমন কারণগুলো নিয়ে আলোচনা চলছে, যেগুলোর কোন একটি দ্বারা একজন মুছলমানের ইছলাম-ঈমান ধ্বংস ও বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তা তাকে কাফির, মুশরিক বা ধর্মত্যাগকারী; মুরতাদে পরিণত করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সরাসরি দ্বীনে ইছলামকে পরিত্যাগ করে, তার আর ইছলাম-ঈমান বিনষ্ট হওয়ার কিছু নেই, কারণ তার তো সবই শেষ। সে তো আর মুছলমানই নয়, বরং সে সুস্পষ্ট কাফির-মুরতাদ।